ধারাবাহিক

যখন বৃষ্টি নামল

সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বকথা ঃ কুহুর শরীর ভালো নয়। পেটে খুব ব্যাথা, বমি হচ্ছে। সুচারু চিন্তিত। ওর বমির আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে গিয়েছে। কিন্তু পাত্তা দিল না কুহু। অনুভা ঠারে ঠোরে কেকাকে সন্তান আনার কথা বললেন। কিন্তু কেকা বুঝল কিনা কে জানে! জামাকাপড় কাচাতে দিতে গিয়ে কেকা দেখল, ভূমানন্দের পকেটে অনেকগুলো টাকার জামাকাপড়ের রসিদ। খুব কষ্ট পেল ও। রনিতা চাইছিল ইন্দ্রকে ঐহিকের কথা বলবে। কিন্তু বলল না। বন্ধুত্ব যদি নষ্ট হয়ে যায়। ঐহিককে এখন খুব দরকার ছিল রনির।

২১

যে সব দিন যে কোথায় গেল। তখন তো মায়ের একটা মাত্র পিওর সিল্ক ছিল। একবার পুজোয় বুঝি বাবা কিনে দিয়েছিল মাকে। কোথাও যেতে হলেই রনিতা বায়না ধরত ওই শাড়িটাই পরো।

এখন মায়ের অনেক শাড়ি। ছুটির দিনে দোকানের খাবার চলে আসে ঘরে। কিন্তু তৃপ্তি নেই কোথাও।

লক্ষ্মীর অপেক্ষায় গেটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। কী জানি, লক্ষ্মী যদি এসে বলে দই পেলাম না, সব গুবলেট হয়ে যাবে। আসলে রায়তা নয় একটু খুশি বানাতে চাইছে ও।

আকাশ

গাছে জল দিতে দিতে বাগানের গেটে দু'হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল সুচারু। হুঁশ ফিরল দুধওলার সাইকেলের বেলে। হাত বাড়িয়ে দু'টো প্যাকেট নিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, এলোমেলো হয়ে যাওয়া সংসারটাকে আর কিছুতেই বেঁধে রাখা যাবে না। চেঁচাক, রাগ করুক, কুহুর মধ্যে একটা প্রাণ ছিল। গাছের কাণ্ডের মতো সবাইকে টেনে রেখেছিল । ঝড় ঝাপটার আঁচ বুঝতে দেয়নি। ওর এই নিশ্চুপ উপস্থিতি বাড়িটার সব রং মুছে দিয়েছে। সে সব দিনে সুচারুর নিজের অবিচারের তো সীমা ছিল না। রাত করে ফেরা, সংসারের কোনও কিছুর খেয়াল না রাখা, এ সব তো আছেই। সবচেয়ে বড় অপরাধ হয়েছিল কুহুর উপর। দিনের পর দিন কুহুকে ঠকিয়েছে ও। মায়া করেনি এতটুকু। তবু টলেনি কুহু। মাকে আর মেয়েকে নিয়ে টলোমলো সংসারটাকে খাড়া করে রেখেছিল একাই। আর তাই এই শেষ হওয়ার উৎসবে সুচারুর শুভ ইচ্ছা কোনও কাজেই লাগছে না। ঠান্ডা শিরশিরে হাওয়ায় সংবিৎ ফিরল হঠাৎ। অনেকক্ষণ হল হাতে দুধের প্যাকেট নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবছিল কী করে যে এই গরমের মধ্যে ঠান্ডা হাওয়া আসে। নাকি সকালবেলায় এইসব আশ্চর্য ঘটনা ঘটতেই পারে।

কাল যেমন রিহার্সাল চলছে, হঠাৎ কুহু দরজা ঠেলে ঢুকল। সুচারু নিজের মুখ দেখতে পাচ্ছিল না যদিও, তবু এটা বুঝেছে, সেটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। তাড়াতাড়ি কুহুকে চেয়ার এগিয়ে দিল সবাই। টানা একঘণ্টা বসে ছেলেদের অভিনয় দেখল কুহু। চা খেল। ফিরে গেল তারপর। কুহুর সঙ্গ দিতে গেট পর্যন্ত এগোল সুচারু। সবটাই আইওয়াশ। ছোট ছেলেদের চোখে ওদের সম্পর্কটা না ধরা পড়ে যায়। কুহু বুঝেছিল ব্যাপারটা। হাসতে হাসতেই বেরোল সুচারুর সঙ্গে। তবে যেতে যেতে একটাও কথা বলেনি।

সেই থেকে ঘটনার তোলপাড় চলছে সুচারুর মনে। শুধু শুধু কিছু করার মেয়ে কুহু নয়। কেকার রিহার্সাল দেখতে আসার ব্যাপারটা হয়নো কোনওভাবে ওর কানে গিয়েছে। তবে এখনও কুহু একটা বড় খবরই পায়নি। কেকা এই নাটকেই অভিনয় করছে।

ঠিক অভিনয় নয়, নাচবে কেকা। দৃশ্যটা অদ্ভুত! আধো অন্ধকারে শোনা যাবে একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর। একই সঙ্গে আবছা আলোর বৃত্তে নাচবে সে। মেয়েটি অতীত জীবনে ছিল অভিনেত্রী, বর্তমানে বারবণিতা। যে নিজের জীবনের অসহায়তার কথা বলবে নাচের মাধ্যমে।

গলাটা রনিতার। সি.ডি. তে ধরা আছে। নাচের দৃশ্যটাও ওরই করে দেওয়ার কথা। হঠাৎ শ্যুটিং পড়ে যাওয়ায় করতে পারছে না। খুব বড় পরিচালকের ছবি। তাই নিজের কেরিয়ার বিপন্ন করে এই ভূমিকায় ওকে থাকতে বারণ করেছে সুচারু। এই সামান্য নাটকের জন্য রনিতার ভবিষ্যতে আঁচ পড়ুক, বাবা হয়ে সুচারু চায় কী করে?

কেকা মাঝেমধ্যে রিহার্সাল দেখতে আসত। কথাটা ওর কানে গিয়েছিল। সুচারু প্রস্তাব দিতে আপত্তি করেনি। কেকাকে যখন ও ওই ভূমিকাটা করে দিতে বলল, কেকা খুশি হয়েই সায় দিয়েছিল। কেকা যে এমন অদ্ভুতভাবে রাজি হবে সুচারু ভাবেনি একদম।

মেয়েটা সত্যি সত্যিই পাগলি। এমনিতে বাড়ি থেকে বেরোয় না। এখন একবার বলাতেই চলে এল নাটক করতে। কেকা শুধু একটা কথাই বলেছিল। সুচারুদা আমার রিকোয়েস্টটা রাখতে হবে।

বলো শুনি। সুচারু হাসছিল।

আমি তিন চারদিনের বেশি রিহার্সাল দিতে পারব না। আর আমি যে নাটকে আছি এটা কাউকেই জানাবেন না।

ভূমানন্দকে?

না ওকেও না।

সে কী? সত্যি সত্যিই জানাবে না? কিন্তু ও যদি শেষ মুহূর্তে আপত্তি করে?

করবে না। আমি তো আপনাকে কথা দিচ্ছি।

না না, এটা ঠিক হচ্ছে না। শ্বশুরবাড়ির মত নেবে না তুমি? শাশুড়ির মতামতটা ...।

খারাপ কিছু তো করছি না। আমি এখন অ্যাডাল্ট। এটুকু নিজের ইচ্ছায় করাই যায়।

কেকার কথাগুলো কেমন ম্যাচিওরড শোনাচ্ছিল। যেন অন্য কোনও কেকা কথা বলছে। সুচারু আর কথা বাড়ায়নি। ঘটনাটা কি কোনওভাবে কুহুর কানে গিয়েছে? কিন্তু কে বলবে? রনি জানে। কাজের স্বার্থেই ওকে বলতে হয়েছে। কিন্তু রনি তো এ কথা লাগাবে না।

রনিও শুনে অবাক। বলছিল এত বিপ্লব করলে বাবা! মাসিমণির হল কি? একেবারে স্টেজে উঠছে। আমি সত্যি ভাবতে পারছি না।

সুচারুর মনখারাপ অন্য কারণে। কুহুর শরীর ভালো যাচ্ছে না। অথচ সুচারুকে কিছুই ব্যবস্থা নিতে দেবে না ও। এত একগুঁয়ে! কথা বলতেও ভয় করে। তাও ভয় চেপে একবার বলেছিল কুহুকে, ডাক্তারের কাছে যাবে? পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে শুনছি।

কুহু সাড়া দেয়নি। লক্ষ্মী ঢুকছিল ঘরে। কথা না বাড়িয়ে ফিরে এসেছিল । রনিকে দিয়ে কিছু যে বলা যাবে সে উপায় নেই। মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা আরও বেশি উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছে। দু'জনেরই সমান গোঁ। তবে মায়ের শরীর খারাপে রনি একটু ঘাবড়েছে। গত রাতে রায়তা করেছিল মেয়ে। কুহু খায়নি। অথচ সুচারু জানে রায়তা খেতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কুহু। এই সামান্য ব্যাপারে মেয়েটাকে দুঃখ দিয়ে কী যে সুখ পেল ও।

নাটকের দিন যত এগিয়ে আসছে, সুচারুর টেনশন তত বাড়ছে। ছেলেরা ভালোই তৈরি হয়েছে। রনিতার ডায়লগের সঙ্গে কেকা নিজে নিজেই যে নাচের কম্পোজিশন করেছে, তার তুলনা হয় না। টিকিট বিক্রি, হলভাড়া এ সব ব্যাপারে ছেলেরা একাই একশো। চিন্তার কারণ একটাই। কেকার এই অংশগ্রহণ কুহু কীভাবে নেবে? ওর মনে জটিলতার যে আবর্ত আছে তাতে এই ঘটনাটা তলিয়ে যাবে, না ভেসে উঠে গোলমাল বাঁধাবে, সে সম্বন্ধে সামান্যতম আগাম ধারণা সুচারু করতে পারছে না।

জামাকাপড় পাল্টে তৈরি হচ্ছিল সুচারু। সকালে একটু হাঁটতে বার হয়। ফেরার পথে বাজার নিয়ে আসে। সেদিন ভোরে রনির বন্ধু ওই ছেলেটাকে চোখে পড়ল। সাতসকালে বেশকিছু মালপত্র নিয়ে রিকশা করে স্টেশনের রাস্তায় গেল। কোথাও চাকরি পেল নাকি? শহর থেকে ওকে চলে যেতে দেখে সুচারুর বুকে আচমকা ধাক্কা লাগল যেন। এই ছোট্ট মফস্সল শহরটা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পর মুহূর্তেই নিজেকে সান্ত্বনা দিল । জীবিকার জন্য মানুষকে যেতে তো হবেই। সুচারু ভাবছিল, রনির সঙ্গে ছেলেটার ধ্যানধারণার মিল ছিল হয়তো। না হলে রনি পছন্দ করবে কেন? সম্পর্কটা হলে খারাপ কিছু হত না। যদিও কুহু ব্যাপারটা একদম চায় না। আর কুহু না চাইলে কে কী করতে পারে?

গতরাতে ভূমানন্দ ফোন করেছিল। সাধারণত ও ফোন করে না। কুহুর শরীর খারাপের কথা কানে গিয়েছে তাই খোঁজখবর নিচ্ছিল।